بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৯ অক্টোবর ২০২০

ফ্রান্সে সন্ত্রাস: মুসলমানদের প্রত্যুত্তর কী হওয়া উচিত?

পটভূমি

১৬ অক্টোবর ২০২০ এক ফরাসি স্কুলশিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটি (Samuel Paty) ফরাসি শহর কঁফ্লঁ-সঁত-অনরিন (Conflans-Sainte-Honorine)-এর রাস্তায় এক সহিংস চরমপন্থীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। হত্যাকারী নামে মুসলমান হতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে কর্মে নয়। উপরন্তু, আজ কিছু সময় পূর্বে, নীস (Nice) শহরে তিনজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এটিকেও এক সন্ত্রাসী আক্রমণ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মহানবী (সা.)-এর সম্মান রক্ষার ভ্রান্ত অজুহাতে সংঘটিত এসব ন্যাক্কারজনক আক্রমণের ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবীরূপে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে এবং ফ্রান্সে বসবাসকারী মুসলমান এবং অবশিষ্ট ফরাসি সমাজের মাঝে বিদ্যমান টানাপড়েন আরো গুরুতর রূপ ধারণ করেছে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে, ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-এর "ইসলামপন্থীরা আমাদের ভবিষ্যৎকে দখল করতে চায়" এবং ফ্রান্স "আমাদের কার্টুনকে পরিত্যাগ করবে না" এমন উক্তির প্রত্যুত্তরে তুরস্কের নেতৃত্বে কতক মুসলিম দেশ কর্তৃক ফরাসি পণ্য বর্জনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সংকট আরও গভীর হয়েছে। অপরপক্ষে পশ্চিমা দেশগুলো ফ্রান্সের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে এক সারিতে দণ্ডায়মান হয়েছে।

ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এক বিবৃতিতে বলেন:

"শিরচ্ছেদ করে স্যামুয়েল প্যাটির হত্যাকাণ্ড এবং আজ কিছু পূর্বে নীস (Nice)-এ সংঘটিত আক্রমণ-এর তীব্রতম ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করা আবশ্যক। এমন ন্যাক্কারজনক আক্রমণ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমাদের ধর্ম

কোন অবস্থাতেই সন্ত্রাসবাদ বা চরমপন্থার অনুমতি দেয় না; আর কেউ যদি ভিন্ন দাবি করেন, তিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর মহান জীবনাদর্শ পরিপন্থী আচরণ করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান হিসেবে, আক্রান্তদের স্বজন এবং ফরাসি জাতির প্রতি আমি আমাদের গভীরতম সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এমন আক্রমণসমূহের প্রতি আমাদের নিন্দা এবং ঘৃণা প্রকাশ নতুন নয়, বরং সর্বদা এটিই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবস্থান। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এবং তার খলীফাগণ সকল সময়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে ধর্মের নামে সর্ব প্রকার সহিংসতা ও রক্তপাতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এ ঘৃণ্য আচরণের ফলস্বরূপ একদিকে ইসলামী বিশ্ব ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে এবং অপরদিকে ফ্রান্সে বসবাসকারী মুসলমানদের সাথে সমাজের অন্যান্যদের মধ্যে বিদ্যমান টানাপোড়েন আরো গুরুতর রূপ ধারণ করেছে। আমরা একে গভীর বেদনার উৎস এবং বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে আরো ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়ার কারণ বলে মনে করি। আমাদের সকলকে অবশ্যই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকল প্রকার চরমপন্থা নির্মূল করতে এবং পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতাকে উৎসাহিত করতে কাজ করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার বৃহত্তর উপলব্ধি বিশ্বজুড়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাবে।"

সন্ত্রাস কখনোই মুসলমানদের উদ্দেশ্যকে অগ্রসর করবে না

একজন শিক্ষক হিসেবে স্যামুয়েল প্যাটি ফরাসি আইন এবং সেই দেশে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পাঠ্যক্রম অনুসরণ করছিলেন। মুসলমানদের নিকট কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র যতই আপত্তিকর মনে হোক বা না হোক, এদিক থেকে, মি. প্যাটি ছিলেন একেবারেই নিরীহ এবং নির্দোষ এক শিকার।

সহিংসতার প্রকাশ অথবা ধর্মান্ধ কোন প্রতিক্রিয়া আহবান করা কেবল তাদেরকেই সাহায্য করবে, যারা ইসলামকে একটি মৌলবাদী ও চরমপন্থী ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করতে চান। বাক-স্বাধীনতার নামে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে চিত্রিত করে কার্টুন প্রকাশকে যারা সমর্থন করতে চান, এমন আচরণ কেবল তাদের অবস্থানকেই দৃঢ়তর করে। সুতরাং, এমন ঘৃণ্য আক্রমণ ভবিষ্যতে আরো কার্টুন প্রকাশের সম্ভাবনাকে কোনভাবেই ব্যাহত বা হ্রাস তো করবেই

না, বরং এগুলোর প্রকাশনা ও বিস্তারকে আরো গতিশীল করবে। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস এ বিষয়টিকে সত্য সাব্যস্ত করে। ২০০৫ সালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রেক্ষাপটে যে সহিংস প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা অন্যান্যদেরকে এমন আচরণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি, বরং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যারা সংকল্পবদ্ধ, তাদের মনোবলকে তা আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রেখেছে।

বয়কট করবো, কি করবো না?

যতদূর পর্যন্ত অর্থনৈতিক চাপের সম্পর্ক, বাস্তবতা এখনো এটাই যে, ফরাসি বা পাশ্চিমা দেশসমূহের পণ্য বর্জন করা বা এ ধরনের অন্যান্য পদক্ষেপের কোন উল্লেখযোগ্য বা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা অনেক কম। আজকালকার আন্তঃসংযুক্ত ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে, এমন বয়কট বা নিষেধাজ্ঞা দীর্ঘস্থায়ী বা ব্যাপক হওয়ার সম্ভাবনাও বাস্তবতাসম্মত নয়। লক্ষ-কোটি মুসলমান পাশ্চাত্যে বসবাস করেন, আর তাদের পক্ষে এমন বয়কটে অংশগ্রহণ করা স্রেফ অসম্ভব। ফরাসি পণ্য বয়কট করার আহ্বানটি যৌক্তিক নয়, বরং আবেগপ্রসূত একটি প্রতিক্রিয়া। উপরন্তু, মুসলমানদের এমন কোনো প্রতিবাদে অংশ নেয়া উচিত নয়, যা তাদের নিজ দেশের সমৃদ্ধিতে আঘাত করে।

বাক-স্বাধীনতার কি কোন সীমা থাকা উচিত?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে চিত্রিত করে *শার্লী এব্দো* (*Charlie Hebdo*) পত্রিকায় এবং পূর্বে অন্যান্য প্রকাশনায় প্রকাশিত কার্টুনসমূহকে আমরা আপত্তিকর, পীড়াদায়ক এবং উস্কানিমুলক বলে গণ্য করি। এটি একটি সহজাত মানবীয় প্রতিক্রিয়া, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও নিবেদন থেকে উৎসারিত, যাঁকে আমরা মানবজাতির জন্য উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করি। উপরন্তু, আমরা এটিকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করি যে, ধর্মের প্রতি মানুষের অলঙ্ঘনীয় মর্যাদাবোধ দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

স্বাধীনতার সাথে এক দায়িত্ববোধও সম্পর্কযুক্ত, আর তাই যখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্ন আসে, তখন আমাদের বিশ্বাস যে, এক পর্যায়ের সর্তকতা অবলম্বন করেই এর প্রয়োগ করা উচিত। বাক-স্বাধীনতার উচ্চ অবস্থান সত্ত্বেও, কতক বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে আজকের সমাজেও সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য করা হয়। স্বস্তির বিষয় এই যে, সমাজের মূলধারা বর্ণ-বিদ্বেষী ভাষা অথবা ইহুদী-বিরোধী বা অ্যান্টি-সেমিটিক বিষোদ্গারকে সহ্য করে না। সমাজের কল্যাণার্থে বাক-স্বাধীনতার ওপর এখানে সীমাসমূহ আরোপ করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ধর্মপ্রাণ মানুষ যাকে পবিত্র বলে জ্ঞান করে, এমন সকল বিষয়ের জন্য এমনটি প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

পাশাপাশি, আমরা এ বিষয়টিও লক্ষ্য করি যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণকারীরা যখনই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে গালিগালাজ বা বিদ্রূপ করেছেন, তিনি (সা.) তার প্রত্যুত্তরে বলতেন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং কখনোই তাঁর কোন সাহাবীকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ দেননি। যদি কেবল একটি দৃষ্টান্তই উপস্থাপন করতে হয়, তবে দেখুন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল-এর সীমাহীন বিদ্রূপ ও অবমাননার উত্তর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কিভাবে দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর উপর বারংবার বিদ্রূপ ও গালিগালাজের পর, এ সকল মর্মপীড়াদায়ক এবং বিদ্বেষমূলক অবমাননার জন্য আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর নিজ পুত্র, যিনি মুসলমান ছিলেন, তার পিতাকে হত্যা করার অনুমতি কামনা করেন। তথাপি কেবলমাত্র নিজ অনুসারীদের প্রতি নয়, বরং ভবিষ্যৎ মুসলমানদের প্রতি ধৈর্য্য ও সহনশীলতার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মহানবী (সা.) সহিংসতার পথ অবলম্বন করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন: **"আমি বরং তার সাথে নরম ব্যবহার করবো, তার উপরে দয়া করবো।"**[১] নিশ্চিতভাবে মহানবী (সা.)-এর উত্তর স্পষ্ট করে যে, যারা মহানবী (সা.)-এর অবমাননার প্রতিশোধ তুলে নিতে অস্ত্র ধারণ করেন, তারা কতটা অপরিমেয় অন্যায় করে থাকেন।

সহিংসতা অবলম্বন করার অর্থই হল মেধাগত পরাজয় মেনে নেয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জীবনকালে একটি বই *উম্মাহাতুল মুমিনীন* শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল, যেটিতে মহানবী (সা.) এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মীনিদের বর্ণনায় চরম অবমাননাকর ও বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল। এর প্রকাশনা এবং প্রসারের পর, ভারতবর্ষের মুসলমানদের মাঝে ক্ষোভের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়। বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা দাবি করার পাশাপাশি ব্যাপক প্রতিবাদ এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মসীহ্ মওউদ (আ.) এরূপ প্রতিক্রিয়াকে অনৈসলামিক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, বই নিষিদ্ধ করা বা বিশৃঙ্খলা উস্কে দেয়া মেধাগত পরাজয় বরণ করে নেয়ার সামিল। সহিংসতা বা বল প্রয়োগ না করে, মসীহ্ মওউদ (আ.) শালীন ও সভ্য আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজের শান্তি ও একতার খাতিরে বাক-স্বাধীনতার ওপর কতক সীমাবদ্ধতা আরোপ করার কল্যাণ সম্পর্কে ক্ষমতাসীনদের শান্তিপূর্ণভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। সহিংসতার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পরিবর্তে মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত ও মহান জীবনাদর্শ তুলে ধরার প্রয়াস গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকেও অনুরূপ প্রয়াসের জন্য আহ্বান জানান।

মহানবী (সা.)-এর গুণাবলীকে সামনে আনুন

অনুরূপভাবে, ১৯২০-এর দশকের শেষাংশে অন্যায়ভাবে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চরিত্রের উপর আঘাত করে একটি বই *রঙ্গীলা রসূল* প্রকাশিত হয়। পুনরায় মুসলমানগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন, কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৎকালীন বিশ্ব-প্রধান ও দ্বিতীয় খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) সকল প্রকার সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার পথসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেন। এর বিপরীতে তিনি মুসলমানদের আহ্বান জানান এমন সম্মেলনসমূহ ও অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করার জন্য, যেগুলো মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব উপস্থাপন করে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খেলাফতকালে তৎকালীন খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) বলেন:

"ভাইয়েরা আমার! আমি হৃদয় নিঙড়ানো সহানুভুতির সাথে আরো একবার আপনাদেরকে বলতে চাই যে, যে ব্যক্তি লড়াই শুরু করে, সে বীর নয়। বরং সে কাপুরুষ, কেননা সে তার আত্মার প্ররোচণার কাছে পরাভূত হয়েছে। হাদীস অনুসারে, যে নিজ ক্রোধকে দমন করে সেই হলো প্রকৃত বীর। বলা হয়ে থাকে যে, বীর হল সেই ব্যক্তি. যিনি কোন দৃঢ় সংকল্প করেন এবং এরপর তা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত, তা থেকে বিন্দুমাত্র টলেন না। ... ইসলামের উন্নতিকল্পে তিনটি বিষয়ের অঙ্গীকার করুন: প্রথমতঃ আপনাদের খোদা তা'লাকে ভয় করতে হবে এবং ধর্মকে হালকাভাবে নেয়া যাবে না। সুতরাং প্রথমে নিজেদের সংশোধন করুন। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের বাণী প্রচারের বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে মনোযোগী হন। ইসলামের শিক্ষা বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট পৌঁছা উচিত। মহানবী (সা.)-এর গুণাবলী, তাঁর অনুপম সুন্দর জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ, তাঁর উসওয়াতুন হাসানাহ (উত্তম আদর্শ) সকলের কাছে পরিচিত হওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ মুসলমানদেরকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের পরিপূর্ণ প্রয়াস গ্রহণ করুন।"[২]

এ দিক থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বাগ্রে থেকেছে এবং আজ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে অমুসলিমদের মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত জীবনাদর্শ সম্পর্কে অবহিত এবং আলোকিত করার জন্য নিয়মিত সীরাতুন্নবী সম্মেলনের আয়োজন করে চলেছে।

প্রত্যুত্তর প্রদানের ভুল পদ্ধতি

২০০৫ সালে ডেনমার্কের সংবাদপত্র ইল্যান্ডস-পোস্টেন (Jyllands-Posten)-এ কার্টুন প্রকাশিত হওয়ার পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এটিই স্পষ্ট করেছিলেন যে, ঐ সকল মুসলমান যারা ভবনসমূহ বা কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেন এবং সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন, তারা এমন আচরণ করেন যা ইসলামের শিক্ষা সমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সে সময় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেছিলেন:

"আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করেও বলছি যারা মুসলমান বলে পরিচিত, তারা আহমদী হোন বা না হোন, শিয়া বা সুন্নী হন বা ইসলামের অন্য কোন ফিরকার সাথে সম্পর্ক রাখুন; যখন মহানবী (সা.)-এর সত্ত্বার উপর আক্রমণ আসে, তখন সাময়িক আবেগ প্রকাশ, পতাকায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, ধ্বংসযজ্ঞ এবং দূতাবাসসমূহের উপর আক্রমণের পরিবর্তে তারা যেন নিজেদের সংশোধন করেন, অন্যরা যেন তাদের দিকে অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ করতে না পারেন। তারা কি বিশ্বাস করেন যে, না'উযুবিল্লাহ (আল্লাহ্ রক্ষা করুন), অগ্নিসংযোগ করার মাধ্যমেই মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর পতাকায় বা কোন দূতাবাসের সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করে তারা তাদের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছেন। মোটেই না!"

বরং, হুযূর আকদাস পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন যে, মুসলমানদের উচিত বিশ্বের সামনে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আমরা তো সেই নবী (সা.)-এর অনুসারী, যিনি আগুন নির্বাপিত করতে এসেছিলেন, যিনি প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার দূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি ছিলেন শান্তির রাজপুত্র। সুতরাং কোন চরমপন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে দুনিয়াকে বুঝান এবং তাঁর অনুপম সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অবহিত করুন।"[৩]

প্রত্যুত্তর প্রদানের সঠিক পদ্ধতি

স্যামুয়েল প্যাটির হত্যাকাণ্ডের পর পরই, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফ্রান্স আক্রমণটির বিষয়ে নিন্দা জ্ঞাপন এবং এমন হত্যাকাণ্ডকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার দ্ব্যর্থহীন লংঘন সাব্যস্ত করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে নিহতের স্বজন এবং বৃহত্তর ফরাসি সমাজের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

পরবর্তী দিনগুলোতে ফ্রান্সে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানগণ স্যামুয়েল প্যাটির প্রতি সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠিত স্মরণসভাগুলোতে **'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে'** স্লোগান সংবলিত পোস্টার বা ব্যানার নিয়ে যোগ দেন। তার নিজ শহরে অনুষ্ঠিত একটি স্মরণসভাতে, ফরাসি জাতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আহমদীরাও ইসলামের প্রকৃত বাণীর সুরক্ষায় মানববন্ধন ও পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। স্যামুয়েল প্যাটি যে স্কুলে পাঠ দান করতেন, সেখানে তারা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। অনেক স্থানীয় অমুসলিম বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, মুসলমান কেউ এসেছেন এ আক্রমণকে অনৈসলামিক বলে নিন্দা জানাতে। এছাড়াও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ফ্রান্সের জাতীয় ও স্থানীয় মিডিয়ার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়। তারা জাতীয় টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন, যা তাদের প্রাইম টাইমে সম্প্রচারিত হয়, এবং এর পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্রচারিত হয়।

আহমদী মুসলিম সংগঠকদের একজন, ড. তালহা রশীদ তাদের প্রতিক্রিয়া এভাবে বর্ণনা করেন:

“যখন আমরা পদযাত্রা এবং স্মরণসভাগুলোতে উপস্থিত হয়েছিলাম, আমরা বেশ দ্বিধান্বিত ছিলাম। জানা ছিল না আমাদের উপস্থিতিকে কিভাবে নেয়া হবে, কেননা সেখানকার আবহকে কোনভাবেই ‘মুসলিম-বান্ধব’ বলা যায় না। কিন্তু, ফ্রান্সের অমুসলিমগণ আমাদের বার্তা শুনে খুবই আশ্বস্ত বোধ করেছেন, এমনকি কেউ কেউ সেই ভালোবাসা ও শান্তির বাণী শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন, যা আমরা আমাদের হৃদয়ে এবং আমাদের টি-শার্টগুলোতে আমরা ধারণ করে ছিলাম। যে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন আমরা গঠন করেছিলাম, তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যখন আমরা ফরাসি সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকি, তখন তা সকলকে বিস্মিত করে। সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা দ্রুতই আমাদের কাছে আসেন, আর তাদের সবারই প্রশ্ন ছিল, “আপনাদের এখানে উপস্থিতির অর্থ কি?” এতে আমাদের উত্তর ছিল, আমরা এখানে এসেছি সেই ভালোবাসা ও শান্তির বাণী নিয়ে, যা ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী (সা.)-এর নিকট হতে আমরা শিখেছি। এ পদযাত্রার সময়ে দুটি জাতীয় রেডিও স্টেশন, একটি স্থানীয় রেডিও স্টেশন ও দুটি জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে; আর দুটি অনলাইন সংবাদ মাধ্যম আমাদের ভিডিও চিত্র সরাসরি সম্প্রচার করে যাদের ফলোয়ার সংখ্যা যথাক্রমে ২০ লক্ষ ও ৬০ লক্ষ। আমরা এসেছিলাম নিন্দা প্রকাশ করতে, কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেয়া এবং এভাবে ইসলাম ও বৃহত্তর সমাজের মাঝে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহকে ভেঙে ফেলা।”

ড. তালহা রশিদ আরো বলেন:

“আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট তার দুই পুত্রকে নিয়ে একটি ব্যানার মেলে ধরেন যেখানে লেখা ছিল ‘ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণার নয়কো কারো ’পরে’। এর প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক, লোকেরা হাততালি দিল, স্মিতহাসি নিয়ে তাদের দিকে তাকালো - মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এই বাণীটি শোনা তাদের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু, সংবাদকর্মীরা দল বেঁধে ছুটে আসলেন ব্যানারটির ছবি তোলার জন্য। ফ্রান্সের অন্যতম জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল বিএফএম টিভিতে প্রাইম টাইমে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হল।”

বিএফএম টিভির সাথে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট আব্দেলগনি বেলার্বি বলেন:

“যখনই কোন সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত ফ্রান্স জুড়ে সকল সমাবেশে উপস্থিত হয়েছে, এ কথা বলার জন্য যে, এটি ইসলাম নয়। ইসলাম কেবল শান্তি, সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার কথাই বলে। যে ব্যানার আমরা ধরে আছি ‘ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো ’পরে’, তা সেই অনুভূতিই প্রকাশ করছে, যা আমাদের হৃদয়ে ফরাসি জনগণের জন্য রয়েছে। ফ্রান্সেই আমার জন্ম, আর একজন শিক্ষককে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করার ঘটনায় আমি স্তম্ভিত। মহানবী (সা.)-এর কাছে সর্বপ্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তা ছিল ‘ইকরা’ বা ‘পড়’; আর তাই এই সন্ত্রাসীরা কেবল ফরাসি প্রজাতন্ত্রের মেরুদণ্ড সেই শিক্ষক সমাজকে আক্রমণ করে নি, যারা আমাদেরকে পড়তে, লিখতে এবং জীবন ধারণ করতে শিখিয়েছেন, বরং তারা ফরাসি প্রজাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেই পুরো ব্যবস্থাপনার উপরই আঘাত হেনেছে। আমরা ইহুদি, বা মুসলমান, বা নাস্তিক যাই হই না কেন, এটা খুবই সম্ভব যে, আমরা সকলে একত্রে বাস করতে পারি। আমি এ দেশেই জন্মেছি আর এখানেই জীবন কাটিয়েছি, আমাদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করতে এদেরকে কখনোই সফল হতে দেয়া যাবে না।”

ফলস্বরূপ, আক্রমণের পরবর্তী দিনগুলোতে, বিভিন্ন মাধ্যমে অন্ততপক্ষে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ফরাসি মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব এবং এ শিক্ষাকে উপস্থাপন করার সুযোগ আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের হয়েছে। আর এতে সাড়া দিয়ে, অমুসলিম এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে সমভাবে শত শত প্রশংসাসূচক বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

মিডিয়া কভারেজ দেখার পরে একজন অ-আহমদী মুসলমান মন্তব্য করেন:

“আমি এটা দেখে খুশি হয়েছি যে, অবশেষে কেউ মিডিয়াতে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলছেন, এবং সর্বোপরি তারা কুরআনের আয়াতকে উদ্ধৃত করে কথা বলছেন।”

আরেকজন অ-আহমদী মুসলমান বলেন:

“এটি এমন এক মহান বাণী ছিল, যা আমাদের প্রজাতন্ত্রের এবং ইসলামের মূল্যবোধকে পাশাপাশি উপস্থাপন করেছে।”

এক ফরাসি খ্রীষ্টান লেখেন:

“দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এমন বাণী আমরা আরো ঘন ঘন শুনি না।”

এমন অনুভূতির সাথে আমরা পরিপূর্ণভাবে একমত। ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বের অনেক অংশে যে বিকৃত চিত্র বিরাজ করছে, তা যদি মুসলমানগণ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে এমনভাবে প্রচার করতে হবে, যেন তা প্রত্যেক এমন সময়গুলোতে চরমপন্থী ও সন্ত্রাসীদের বার্তাগুলোকে ছাপিয়ে সামনে আসে। এটি প্রত্যাশিত যে, কেবল এমন মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও, শান্তিকামী মুসলমানদের সেই সকল মাধ্যম প্রদান করা হবে, যেগুলোর সাহায্যে তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাসমূহ মিডিয়াতে এবং অন্যত্র তারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

একটু থেমে দাঁড়ানোর সময়

স্যামুয়েল প্যাটির হত্যাকাণ্ড এবং সাম্প্রতিক সময়ে তথাকথিত জিহাদিদের সন্ত্রাসী আক্রমণের ধারা ইসলামের স্বার্থকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সহিংসতা অবলম্বন বা বয়কটের আহ্বান করার পরিবর্তে, মুসলমানদের উচিত সকল প্রকারের উস্কানিতে আল্লাহ্ তা’লার সমীপে নিজেদেরকে ইবাদত ও দোয়াতে নিমজ্জিত করা এবং মহানবী (সা.)-এর উপর দরূদ প্রেরণে আরো বেশি অগ্রসর হওয়া।

মুসলমানদের উচিত নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংশোধন করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা, যাঁকে আল্লাহ্‌তা'লা সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরন্তন রহমতের এক উৎস হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাদের উচিত এই মহান নবী (সা.)-এর জীবনাদর্শকে উত্তম রূপে ফুটিয়ে তোলা এবং সমাজে অধিকতর সহিষ্ণুতা ও সৌহার্দ্যের প্রসারকল্পে সরকার, স্থানীয় প্রশাসন এবং বৃহত্তর সমাজের সাথে গঠনমূলক সংলাপে মিলিত হওয়া।

আমরা দোয়া করি শান্তির জন্য এবং এমন এক পৃথিবীর জন্য যেখানে সকল সম্প্রদায় এবং সকল মানুষ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাবোধের সাথে সমবেতভাবে বাস করবে, এবং সেই সকল চরমপন্থীর বিদ্বেষপ্রসূত প্রচেষ্টাসমূহ থেকে নিরাপদ থাকবে, যারা নিজেরাই এই বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং সেই বিভক্তিরই আবার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে থাকে।

যেভাবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেছেন:

"আমাদের বুঝা উচিত যে, আমাদের মুখনিঃসৃত কথার সুদূরপ্রসারি পরিণাম থাকতে পারে, আর তাই 'সভ্যতার সংঘাত'-এর কথা না বলে বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অযথা অস্থিরতা সৃষ্টি না করে, মানুষের উচিত একে অন্যের ধর্মীয় শিক্ষাকে আক্রমণ না করা। ... আসুন আমরা সকলে, আমাদের মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে, একতাবদ্ধ হই এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহিষ্ণুতা ও সৌহার্দ্যের এক প্রেরণা নিয়ে বিশ্বের শান্তি ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতাকে অগ্রসর করার লক্ষ্যে কাজ করি।"

---

[১] নবীনেতা: মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম), পৃ. ১১৫
https://alislam.cloud/bn/Books/Hazrat%20Mirza%20Bashiruddin%20Mahmood%20Ahmed%20(ra)/Nobineta.pdf

Life of Muhammad, page 81 (https://www.alislam.org/library/books/Life-of-Muhammad.pdf)

[২] আনওয়ারুল উলূম, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫-৫৫৬

[৩] পবিত্রতম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাঙ্গচিত্র, পৃ. ১৬
(https://alislam.cloud/bn/Books/Hadhrat%20Masroor%20Ahmad%20(ai)/The%20Blessed%20Model%20of%20the%20Holy%20Prophet%20Muhammadsa%20and%20the%20Caricatures.pdf)

The Blessed Model of the Holy Prophet Muhammad[sa] and the Caricatures, pages 22-23
(https://www.alislam.org/book/blessed-model-holy-prophet-muhammad-caricatures/)